মেহেরপুরে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত ও আনন্দ র্যালি

কেন্দ্রিয় কর্মসূচী অনুযায়ী সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১১ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৭ টায় মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের উদ্যোগে আনন্দ র্যালি, অবরোধ বিরোধী মিছিল, সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ও কেক কাটার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

আনন্দ র্যালিটি জেলা যুবলীগের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একপর্যায়ে অবরোধ বিরোধী মিছিলে পরিণত হয়। অবরোধ বিরোধী মিছিলটি মেহেরপুর পৌরসভার সামনে যেয়ে শেষ হয়।

এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রেজা, সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, শহর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, জেলা ছাত্রলীগী সহ-সভাপতি শোভন সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানাসহ জেলা যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা যুবলীগ কার্যালয় কেক কাটার মাধ্যমে ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের অহবায়ক শহীদুল ইসলাম পেরেশন বলেন,’যুবলীগের হয়ে যে সকল নেতাকর্মী রাজপথ কাপায় তাদের সকলকে যুবলীগের ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যারা হরতাল অবরোধ রাখে তারা যুবলীগের ভয়ে গান গাই পালা যুবলীগ আসছে, যুবলীগে আসছে। তারই প্রমাণ গত দফার অবরোধে মেহেরপুরের কিছু বিএনপি নেতাকর্মী মেহেরপুর শহর ছেড়ে রিক্সা ও ভ্যান ভাড়া করে ইছাখালির মাঠে যেয়ে অবরোধের মিছিল করেছিল।’

মেহেরপুরের পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন,’ ১৯৭২ সালে আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর আহবনে শেখ ফজলুল হক মনির যুবলীগ গঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ এশিয়া মহাদেশে একটি বৃহত্তর সংগঠনের রূপ ধারণ করেছে। যুবলীগ আজ মানুষের আস্থার সংগঠনে পরিচিত হয়েছে। ওয়ান ইলেভেন এর সময় যখন যখন শেখ হাসিনাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হয় তখনো যুবলীগের নেতাকর্মীরা রাজপথে রক্ত দিয়ে শেখ হাসিনাকে কারা মুক্ত করেছিল। আজকে মেহেরপুরে অনেকেই আওয়ামী লীগকে বিভক্ত করছে। কিন্তু দলের জন্য ঘামঝরা প্রোগ্রাম একমাত্র যারা যুবলীগ থেকে ছাত্র রাজনীতি করে আওয়ামী লীগে এসেছে তারাই করে থাকে। হরতাল ও অবরোধকারীরা যদি কোন নাশকতার চেষ্টা করে মেহেরপুরের যুবলীগের কর্মীরা প্রতিটি ওয়ার্ডে ইউনিয়নে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

মেহেরপুরে যুবলীগের হরতাল বিরোধী মোটরসাইকেল শোডাউন

বিএনপির ডাকা দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল প্রতিরোধে মোটরসাইকেল শো-ডাউন করেছে মেহেরপুর জেলা যুবলীগ।

আজ রবিবার দুপুর বারোটার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মোটরসাইকেল শো ডাউন বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের নেতৃত্বে অন্যদের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, যুবলীগ নেতা সোহেল রানা, ইয়ানুস আলী, সাইদুর রহমান উজ্জলসহ যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে আর চান না আ.লীগ নেতারা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছেগতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে। জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।
জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর বলে সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বক্তারা বলেন, প্রতিমন্ত্রীর আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের কোন রকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।
মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

সম্মেলনে
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘আমার সময় আমি এই অঞ্চলের রাস্তাগুলো প্রশস্ত করেছিলা, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পিছনে জমি অধিগ্রহণ করেছিলাম যেখানে আজ নার্সিং ইনস্টিটিউট তৈরি হচ্ছে। সে জায়গায় আজ হাসপাতালে নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। আমার সময়ই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ সয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত হয। মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজ আমার সময়েই কারীকরণ করা হয়। ভৈরব খনন প্রকল্পের উদ্যোগ আমার সময়েই নেওয়া। তাহলে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুরের জন্য করেছেন কি?

জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, ফরহাদ হোসেনের আমলে উন্নয়ন হয়েছে কার, উন্নয়ন হয়েছে তার পরিবারের লোকজনের। তার ভাই কাজ না করে সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদারের টাকা উঠিয়ে ফেলে, সংখ্যালঘু পরিবারের টাকা মেরে দেয়। আর ফরহাদ হোসেন দলীয় নেতাকর্মীদের কোন খোঁজ খবর না রেখে ঈদের সময় বিএনপি সভাপতি মাসুদ অরুণ কে পায়জামা-পাঞ্জাবি উপহার দেয়। মেহেরপুরের মুজিবনগরে উন্নতি হয়েছে সেটা শুধু শেখ হাসিনারই অবদান।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, ‘ ফরহাদ হোসেন আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের মতো চলতে দেন না। যিনি জবাবদিহিতা রাজনীতি করেন না তার বিরুদ্ধে আজ মেহেরপুরের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ এ কথা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জানে। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক যখন দলের কেন্দ্রীয় সভায় কথা বলতে গেছেন তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ওবায়দুল কাদের তাকে ধমক দিয়ে বলেন আপনি বসেন, আপনি কিসের সেক্রেটারি, আপনি তো ফরহাদ হোসেনের পিএ। সে সভায়

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সেক্রেটারি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজন আলী বলেন, ‘প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নৌকার বিপক্ষে কাজ করে। তার কারণেই মুজিবনগরে চারটি ইউনিয়ন পরিষদে নৌকার প্রার্থী হেরেছে। আবার মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন ফরাজ হোসেন। আমরা সকল নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মন্ত্রীর অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে নৌকার প্রার্থীকে বিজয় করেছিলাম। ‘

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলতে চাই আপনি আমাদের অবস্থা দেখুন, আমাদের কথা বুঝুন, আমরা আজ কিভাবে অত্যাচারিত। যে নেতারা মেহেরপুর ও মুজিবনগর কে আগলে রেখেছিল সেই নেতারাই আজকে নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে অত্যাচারিত। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন যাকে নিয়ে আমরা এই মেহেরপুর ও মুজিবনগরে নৌকাকে জেতাতে পারবো।’

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ. ম. হারুন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী মুজিবনগর এর চারটি ইউনিয়নে জননেত্রী শেখ হাসিনা নৌকা প্রতীক দিয়ে চারজন প্রার্থীকে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ

হোসেন ২০২১ সালে নৌকার পক্ষে ভোট করেন নাই, ইউনিয়নবাসী সকলে এটা জানে। নৌকায় ভোট না করে উনিত নেত্রীকে মানলেন না। তাহলে উনি মুজিব আদর্শের লোক না। আমরা এখানে মুজিব সেনা দেখতে চাই। আমরা দেখেছি উনি ১১ই নভেম্বর মহাজনপুর ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, বাগোয়ান ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, আমদহ ইউনিয়নেও নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। উনি নৌকার প্রার্থীকে পরাজিত করেন নাই, পরাজিত করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। ‘

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান বলেন, ‘আজকে যারা মঞ্চে বসে আছে তারাই আওয়ামী লীগের রাজপথের সৈনিক। আর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির মৃত্যুর দিনে জানা যায় না এসে পরিবারে কনসার্ট দেখতে গিয়েছিলেন। আবার বি এম স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষকের জানা যায় না এসে তিনি মেহেরপুর শামসুদ্দোহা পার্কে কনসার্টের উদ্বোধন করেছিলেন। অনুরোধ করেও তাকে এরকম জঘন্য কাছ থেকে নিভৃত করা যায়নি। তিনি নাকি আবার শিক্ষক, তিনি কেমন শিক্ষক। ‘

সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল,

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

সম্মেলন শেষে সভাপতি পদে ৩ জন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জন প্রার্থী হওয়ায় দুই দিন সময় নেওয়া হয়।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রী-বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাতে দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করার জন্য দুই দিন সময় নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৬ শে অক্টোবর বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এই ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের বক্তারা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর। তার আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো

সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামীলীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের কোনরকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।

সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।

মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ

সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

এছাড়াও আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দের পূজা মন্ডপ পরিদর্শন

দুর্গা পূজা উপলক্ষে নবমীতে পৌরসভা শহরে ও জেলার বিভিন্ন স্থানের পূজামন্ডপ পরিদর্শন করেন পৌর মেয়র সহ আওয়ামী লীগ ও জেলা যুবলীগের নেতা কর্মীরা।

গতকাল সোমবার বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নেতা কর্মীরা এসকল পূজা মন্দির পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন কালে মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন প্রতিটি মন্দিরে নগদ টাকা ও ব্যাংক চেক প্রদান করেন।

এসময় মেহেরপুর পৌরসভা কালীবাড়ী বড়বাজারের কালী মন্দির, নামের

বাড়ী পুজা মন্ডপ, শ্রী শ্রী হরিসভা পুজা মন্ডপ, হালদার পাড়া পুজামণ্ডপ শ্রী শ্রী হরিজন (সুইপার কলোনী) বাপার পুজা মণ্ডপ, বামনপাড়া পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন নেতা কর্মীরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি এড মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভা মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান সহ জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সৌজন্যে মুজিব চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের সৌজন্যে মেহেরপুর সিনেমা হলে মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

শনিবার ২১ অক্টোবর বিকালে মেহেরপুর সিনেমা হলে প্রদর্শিত সিনেমাটি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের সকল নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের নিয়ে একসঙ্গে উপভোগ করেন।

মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি দেখার পর মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন এই সিনেমাটার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছুর শিক্ষা

অর্জন করেছি। এই সিনেমার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি একজন সঠিক নেতা হতে হলে কতটুকু পরিশ্রমী, ত্যাগী হওয়ার প্রয়োজন যা আমরা বঙ্গবন্ধুর মধ্যে খুঁজে পাই। আমি সকলকে আহ্বান করবো এই সিনেমাটা দেখার জন্য।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান বলেন প্রত্যেকটা মানুষকে আহ্বান করবো বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে জানতে হলে তার আদর্শকে জানতে হলে এই মুজিব একটি জাতির রুপকার সিনেমাটা দেখা খুবই জরুরি ও অত্যাবশ্যক।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুল, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ সহ মেহেরপুর জেলা যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

মৃদুলের বিরুদ্ধে আদালতের সমন

মৃদুলের বিরুদ্ধে আদালতের সমন

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ঠিকাদার শহীদ শরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে এক কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের মামলা করেছেন ব্যবসায়ীক পার্টনার দেবাশীষ বাগচি।

গত বৃহস্পতিবার দেবাশীষ বাগচী মেহেরপুুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-২ এর আমলি আদালত মেহেরপুরে উকিল
নোটিশের সূত্র ধরে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এক্টে মামলার আবেদন করলে আদালতের বিচারক মোঃ তরিকুল ইসলাম মামলাটি আমলে নিয়ে সমন জারীর আদেশ দেন। যার মামলা নম্বর-৯০৭/২৩ (মেহেরপুর)।

মামলার এজহারে দেবাশীষ বলেছেন, পারিবারিক সূত্রে বহু বছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সঙ্গে আমার মূলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকা না পেয়ে আমি, আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আমার সঙ্গে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে একপর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে তখন সে মৌখিকভাবে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসা করে এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে। ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিশপে বসে আমাকে ২৪ জুলাই তারিখ দিয়ে রূপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করে।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজঅনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে, গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ব্যাংক চেক ডিজাঅনার সার্টিফিকেট দেয়। আমি বিষয়টি আসামীকে জানালে সে আমাকে আজকাল করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। অতঃপর আমি বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাহেবের মাধ্যমে গত ৩০ আগস্ট আসামী বরাবর এন আই এক্ট ১৮৮১ এর বিধান মতে ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করিয়া চেকে উল্লেখিত ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ) টাকা পরিশোধ করিয়

চেকটি ফেরত অথবা বাতিল করার অনুরোধ করি।

ইতোপূর্বে গত ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুরের সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ
সরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি
দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু। অপরদিকে, চেক ডিজঅনার হওয়াতে উকিল নোটিশ পাঠানো দেবাশীষ কুমার বাগচির বিরুদ্ধে উল্টো চেক চুরির মামলা করেছিলেন শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।